১.২ জাতীয় বননীতি, ১৯৯৪ (সংশোধিত)

পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়
পরিকল্পনা শাখা - ১
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ৩১শে মে ১৯৯৫
নং পবম/ পরি-১/ ফসেমা/ কারি- ৩৪(অংশ) / ১০৯ - সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় বননীতি, ১৯৯৪ (সংশোধিত) সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইল।

কারার মাহমুদুল হাসান
উপ-সচিব (উন্নয়ন)
পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়

জাতীয় বননীতি, ১৯৯৪ (সংশোধিত)

স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ ইং সালে ৮ই জুলাই তারিখে বাংলাদেশ সরকার সর্বপ্রথম জাতীয় বননীতি প্রণয়ন করে। কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন আর্থ- সামাজিক কারণে দেশের বন সম্পদের অস্বাভাবিক ও দ্রুত অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে পরিবেশের অবনতিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও অনাকাংখিত প্রতিকুলতা মোকাবিলার লক্ষ্যে উক্ত বননীতি সংশোধন পূর্বক ইহাকে যুগপোযোগী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে সরকার বিশ বছর মেয়াদী বন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করে, যাহার খসড়া সম্প্রতি প্রস্তুত করা হইয়াছে।

উল্লেখিত খসড়া বন পরিকল্পনায় বন খাতে বর্তমান বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে জাতীয় বননীতি, ১৯৭৯ পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করিয়া ইহাকে যুগের চাহিদার আলোকে সংশোধন করার প্রস্তাব / পরামর্শ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রস্তাব তথা পরামর্শের আলোকে বননীতি, ১৯৭৯ সংশোধন পূর্বক জাতীয় বননীতি ১৯৯৪ প্রণয়ন করা হইয়াছে।

এই বননীতি, ১৯৯৪ প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় নিম্নে বর্নিত বিষয়াদি বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হইয়াছে। যথা ঃ-

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত জনকল্যাণ মূলনীতি সমূহ ;
(খ) পরিবেশসহ দেশের সার্বিক আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে বনখাতের বিশেষ ও সুদুরপ্রসারী ভূমিকা ;

(গ) কৃষি, শিল্প, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য খাতের উন্নয়নে জাতীয় নীতিসমূহ এবং
(ঘ) বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সম্মেলন ও কনভেনশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ সমূহের আলোকে (যে গুলিতে বাংলাদেশ অংশ গ্রহণ করিয়াছে কিংবা যে সিদ্ধান্ত / সুপারিশ সমুহের ব্যাপারে বাংলাদেশ একাত্মতা প্রকাশ করিয়াছে), বিশেষতঃ ১৯৯২ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলন এ এজেন্ডা নং-২১ এর সংশ্লিষ্ট অংশে বনায়ন তথা পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহ ;

দেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা সংরক্ষণে এবং সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে বনখাতের সুদুরপ্রসারী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃতিক্রমে, বন, মাটি এবং এতদসংক্রান্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ সংরক্ষণ করিয়া নদী-নালার বাঁধসহ উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ও পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ, পরিচর্য্যা ও সংরক্ষণপূর্বক ঝড়, সাইক্লোন, টর্নেডো ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের প্রচন্ড গতি হ্রাস করিয়া বায়ু ও পানি ইত্যাদি দূষিতকরণের কার্যকারিতা নষ্ট করিয়া এবং জীবমন্ডলে পরিবেশগত সমতা রক্ষা করিয়া তাহা উপলব্ধিক্রমে, বন, কাঠ ও জ্বালানী উপকরণ উৎপাদন করা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ফলমূল জাতীয় খাদ্য, পশুখাদ্য, তৈল বীজ, মসল্লা , আঁশ , রাবার, ঔষধ দ্রব্যাদি ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য পণ্যাদি উৎপন্ন করিয়া তাহা বিবেচনাক্রমে,

প্রচলিত বনায়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি সমাজের দরিদ্র ও আগ্রহী জনগোষ্ঠীকে অংশীদারিত্ব (Share-mechanism) ও মুনাফা প্রদানের ভিত্তিতে , সারাদেশব্যাপী সামাজিক বনায়ন (Social Forestry) ও কৃষিবন (Agroforestry) সৃজনে সম্পৃক্ত করিয়া সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ব্যাপক বন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা , বন বিদ্যায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পরিচালনা কলাকৌশল প্রয়োগ এবং বন্যপ্রাণী , পশুপাখী ও বন্য জীবের নিরাপদ আশ্রয়স্থল স্থাপন ও সংরক্ষণের ক্রমবর্ধণশীল প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাক্রমে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের পূবশর্ত হিসাবে যে কোন দেশের ভূখন্ডের একটি নিদিষ্ট পরিমাণ বনাঞ্চল পরিবৃত্ত থাকা প্রয়োজন, এই স্বীকৃত সত্য অনুধাবন করিয়া এবং সর্বোপরি,

দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ ও সহযোগীতা প্রদানের মাধ্যমে কার্য্যকরীভাবে সম্পৃক্ত করিয়া বনায়ন, বৃক্ষরোপণ, বন নার্সারী স্থাপন ও উন্নয়ন, পরিচর্য্যা ও সংরক্ষণের জন্য বর্তমান 'বননীতি ১৯৭৯ সংশোধন পূর্বক ' জাতীয় বননীতি ১৯৯৪, হিসাবে সরকার নিম্নলিখিত বিষয়ে ব্যবস্থাদি অবলম্বনের ইচ্ছা করিয়াছেনঃ
(ক) বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্তসমূহ,
(খ) জাতীয় বননীতির উদ্দেশ্যেসমূহ,
(গ) জাতীয় বননীতির ঘোষণাসমূহ,